বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।

এস. আর. ও. নং ...../২০২২।- বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৪৮, ধারা ২০ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই প্রবিধানমালা নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স পুনঃবীমা (শর্তাদি নির্ধারণ) প্রবিধানমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায় –

(ক) 'আইন' অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন);

(খ) 'কভার নোট (cover note)' অর্থ পুনঃবীমাকারী বা পুনঃবীমা ব্রোকার কর্তৃক শর্তাবলীসহ সিডান্টকে প্রদত্ত লিখিত দলিল;

(গ) 'চুক্তি (treaty)' অর্থ বীমাকারী এবং পুনঃবীমাকারীর মধ্যে সমঝোতা স্মারক যাহাতে বীমাকারীর ঝুঁকি পুনঃবীমা করার পদ্ধতি বিদ্যমান;

(ঘ) 'ধারণক্ষমতা (retention)' অর্থ প্রত্যেক বীমাকারীর বীমা ঝুঁকি গ্রহণের নিজস্ব সক্ষমতা;

(ঙ) 'পুনঃবীমা' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২০) এ সংজ্ঞায়িত পুনঃবীমা;

(চ) 'পুল (pool)' অর্থ নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স বা পুনঃবীমার যৌথ অবলিখন (underwriting) কার্যক্রম যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের অবলিখনকৃত নির্দিষ্ট নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসার একটি প্রাক নির্ধারিত অংশের দায় বন্টন;

(ছ) 'ফেকালটেটিভ পুনঃবীমা (facultative re-insurance)' অর্থ কোন একক ঝুঁকির পুনঃবীমা চুক্তি (Treaty) এর আওতায় কোন বীমা পলিসির সম্পূর্ণ বীমাকৃত অংক যদি পুনঃবীমা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত বীমাকৃত অংক পুনঃবীমা করার জন্য অন্য কোন বীমাকারী বা পুনঃবীমাকারীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া;

(জ) 'রেট্রোসিডান্ট (retrocedant)' অর্থ একটি পুনঃবীমাকারী যে চুক্তি অনুযায়ী ঝুঁকির একটি অংশ অন্য পুনঃবীমাকারী (retrocessionaire) এর নিকট প্রদান করে;

(ঝ) 'রেট্রোসেশন (retrocession)' অর্থ পুনঃবীমাকারীর প্রাপ্ত ঝুঁকির অংশ পুনরায় পুনঃবীমাকারী (retrocessionaire) কে প্রদান;

(ঞ) 'সিডান্ট (cedant)' অর্থ একটি বীমাকারী যে বীমাগ্রহীতাকে প্রাথমিক বীমা পলিসি ইস্যু করে এবং ঝুঁকির একটি অংশ চুক্তি অনুযায়ী পুনঃবীমাকারীর নিকট প্রদান করে;

(ট) 'সেশন (cession)' অর্থ বীমাকারীর মূল বীমা ঝুঁকির একটি অংশ পুনঃবীমাকারীকে প্রদান।

(২) এই প্রবিধানমালায় যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই প্রবিধানমালায়ও উক্ত অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। নন-লাইফ বীমার শ্রেণী।– নন-লাইফ বীমার শ্রেণী নিম্নরূপ হইবে:

(অ) অগ্নি;

(আ) নৌ (কার্গো);

(ই) নৌ-হাল (জাহাজ কাঠামো);

(ঈ) মোটর;

(উ) ইঞ্জিনিয়ারিং;

৩০/০৩/২০২২
ড. এম. মোশাররফ হোসেন একসিএ
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

(ঊ) এভিয়েশন;

(ঋ) শষ্য ও গবাদি পশু;

(এ) স্বাস্থ্যবীমা (লাইফ বীমাকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত স্বাস্থ্যবীমা পলিসি ব্যতীত);

(ঐ) বিবিধ।

৪। পুনঃবীমার উদ্দেশ্য ও ধারণক্ষমতা।- (১) পুনঃবীমার কার্যক্রম নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে: -

(ক) দেশের মধ্যে 'ধারণক্ষমতা' এর পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ;

(খ) বীমাকারীর পর্যাপ্ত ঝুঁকি গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

(গ) বীমাগ্রাহক বা বীমাকারীর স্বার্থে ন্যায্য মূল্যে সর্বোত্তম পুনঃবীমার সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারীর মধ্যে বীমা ব্যবসা পরিচালনা অধিকতর সহজীকরণ;

(ঙ) বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারীর ঝুঁকি স্থানান্তরকরণ।

(২) পুনঃবীমা করিবার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি পরিপালন করিতে হইবে; যথা-

(ক) প্রত্যেক বীমাকারী তাহার আর্থিক সক্ষমতা এবং ব্যবসার পরিধি বিবেচনায় সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ধারণক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে;

(খ) কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ধারণক্ষমতা সংরক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য চাহিতে পারিবে এবং বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারীর ধারণক্ষমতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ১৭(২) ধারা অনুযায়ী পুনঃবীমার সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে;

(ঘ) প্রত্যেক বীমাকারী পুনঃবীমা চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হইবার ৪৫ দিন পূর্বে পরবর্তী বৎসরের প্রস্তাবিত পুনঃবীমা কার্যক্রম (সম্ভাব্য প্রিমিয়াম আয়, প্রস্তাবিত ধারণক্ষমতা, চুক্তির সীমা, চুক্তির ধরণ ইত্যাদি) সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে;

(ঙ) বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত পুনঃবীমা চুক্তির স্লিপ চুক্তি সম্পাদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বীমাকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে;

(চ) কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর পুনঃবীমা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদানের জন্য বীমাকারীকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(ছ) বাংলাদেশের বাহিরে পুনঃবীমা করিবার ক্ষেত্রে পুনঃবীমাকারীর লাইসেন্সের মেয়াদ ন্যূনতম ৫ বৎসর হইতে হইবে;

(জ) বাংলাদেশের বাহিরে পুনঃবীমা করিবার ক্ষেত্রে পুনঃবীমাকারীর বিগত ৫ বৎসরে আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সী (S&P, AM Best, Moody ইত্যাদি) হইতে ন্যূনতম B+ অথবা সমমানের রেটিং থাকিতে হইবে;

(ঝ) পুনঃবীমাকারী সকল দেশীয় নন-লাইফ বীমাকারীর সাথে পরামর্শক্রমে পুনঃবীমার সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পুনঃবীমা পুল সৃষ্টি করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে বীমাকারীরা নিজেদের মধ্যেও কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পুল সৃষ্টি করিতে পারিবে;

(ঞ) প্রত্যেক বীমাকারী আর্থিক বিবরণীতে পুনঃবীমার লেনদেনের সকল তথ্য পৃথকভাবে সন্নিবেশ করিবে।

৫। পুনঃবীমা ব্রোকার তালিকাভুক্তিকরণ। - (১) বাংলাদেশের বাহিরে পুনঃবীমা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত পুনঃবীমা ব্রোকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্রোকারের মাধ্যমে পুনঃবীমা করা যাইবে না। বাংলাদেশে নন-লাইফ পুনঃবীমা ব্যবসায় বিদ্যমান পুনঃবীমা ব্রোকার ও আগ্রহী পুনঃবীমা ব্রোকারদের কর্তৃপক্ষের নিকট তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

(২) এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্য সম্বলিত আবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবেঃ

(ক) বিদেশী পুনঃবীমা ব্রোকারদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের অনুলিপি;

(খ) বিদেশী পুনঃবীমা ব্রোকার হিসেবে ন্যূনতম ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সনদ;

(গ) পুনঃবীমা ব্রোকারের আর্থিক প্রতিবেদন;

৩০/০৩/২০২২

ড. এম. মোশাররফ হোসেন এফসিএ
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

(ঘ) পুনঃবীমা ব্রোকারের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রোফাইল;

(ঙ) দেশীয় পুনঃবীমা ব্রোকারের তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে পুনঃবীমা সংক্রান্ত কার্যক্রমে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ নন-লাইফ বীমা কার্যক্রমে ন্যূনতম ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবল থাকিতে হইবে।

(৩) পুনঃবীমা ব্রোকারদের তালিকাভুক্তির আবেদনপত্রের সহিত প্রক্রিয়াকরণ ফি হিসেবে কর্তৃপক্ষের তহবিলের অনুকূলে ১ লক্ষ টাকার অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট প্রদান করিতে হইবে।

(৪) পুনঃবীমাকারী ব্রোকারের তালিকাভুক্তির মেয়াদ ১ বৎসর হইবে। তালিকাভুক্তি নবায়নের ক্ষেত্রে আবেদনের সহিত ৫(২) প্রবিধিতে বর্ণিত তথ্যাদিসহ কর্তৃপক্ষের তহবিলের অনুকূলে ১ লক্ষ টাকার ব্যাংক ড্রাফট প্রদান করিতে হইবে।

(৫) তালিকাভুক্ত কোন পুনঃবীমা ব্রোকার বীমাকারী কর্তৃক প্রদেয় পুনঃবীমা প্রিমিয়াম কিংবা পুনঃবীমাকারী থেকে আদায়কৃত পুনঃবীমা দাবীর অর্থ ১৫ দিনের বেশী পুনঃবীমা ব্রোকারের হিসাবে সংরক্ষণ করিতে পারিবে না। তবে এইরুপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে যৌক্তিক কারণ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩০ দিন সংরক্ষণ করা যাইবে।

৬। **অভ্যন্তরীণ পুনঃবীমা ব্যবসা।**- (১) অভ্যন্তরীণ পুনঃবীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বীমাকারী সুনির্দিষ্ট অবলিখন নীতিমালা প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত নীতিমালা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) বীমাকারী উপ-প্রবিধি (১) এ উল্লিখিত নীতিমালায় কোন পরিবর্তন করিলে তাহা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৩) বীমাকারী পুনঃবীমা চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হিসাব বিবরণী বা বোড্রো (Bordereaux) পুনঃবীমাকারীর নিকট দাখিল করিবে।

(৪) কোন দাবী উত্থাপিত হইলে প্রাথমিক জরিপ প্রতিবেদন বীমাকারী কর্তৃক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনঃবীমাকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। ক্ষতি সংগঠনের ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও চুড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন পুনঃবীমাকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) বীমাকারী কর্তৃক চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন ও দাবী সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের ৯০ দিনের মধ্যে পুনঃবীমাকারীকে তাহার পুনঃবীমা দাবীর অংশ বীমাকারীকে প্রদান করিতে হইবে।

৭। **অনিষ্পন্ন ক্ষতি প্রভিশনিং।**- (১) প্রত্যেক বীমাকারী বা সিডান্ট হইতে ক্ষতি সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুনঃবীমার বকেয়া দাবীর জন্য পুনঃবীমাকারী কর্তৃক যথাযথ প্রভিশন রাখিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক বীমাকারী বা সিডান্ট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত দাবী কিন্তু যাহা অবহিত করা হয় নাই (Incurred But Not Reported-IBNR) এর জন্য পুনঃবীমাকারী কর্তৃক যথাযথ প্রভিশন রাখিতে হইবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

০৩/০৩/২০২২

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ